ভুল শিক্ষাদানকারীদের মোকাবিলা করা

১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর জন্য ১২তম পাঠ

"কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক
নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার
জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী।"
(২ করিন্থীয় ১০:৪)

সমস্ত মণ্ডলী সম্পর্কে সবসময় খোঁজখবর রাখাটাকে পৌল নিজের এক বিশেষ দায়িত্ব বা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কেন? কারণ তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে, তাদের কোনো সাহায্যের, সাক্ষাতের, সান্ত্বনার কিংবা উৎসাহবাণীর প্রয়োজন আছে কি না। (২ করিন্থীয় ১১:২৮)

মাঝে মাঝে তাঁকে এমন সব মিথ্যা শিক্ষকের কথা জানানো হতো, যারা বিশ্বাসীদের পথভ্রষ্ট করছিল। এমনটা ঘটলে প্রেরিত পুরুষ তীব্র ক্ষোভে ও আবেগে পূর্ণ হয়ে উঠতেন (২ করিন্থীয় ১১:২৯)।

করিন্থীয়দের কাছে তার দ্বিতীয় চিঠির শেষে, পৌল এই মিথ্যা শিক্ষকদের সমস্যার কথা বলেছেন। আমরা কিভাবে তাদের সনাক্ত করতে পারি? কিভাবে আমরা তাদের এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি? আমরা কিভাবে তাদের কাটিয়ে উঠতে পারি?

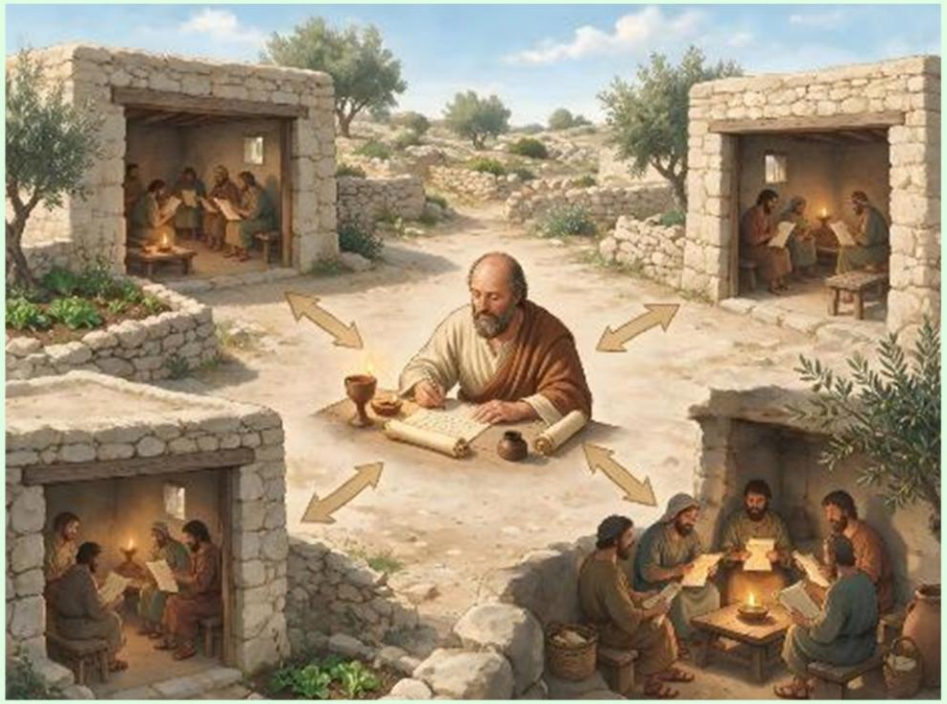

- **আধ্যাত্মিক যুদ্ধ :**
  - আক্রমণের অস্ত্রশস্ত্র (২ করিন্থীয় ১০:১-১১)
  - সঠিক আত্মপক্ষ সমর্থন (২ করিন্থীয় ১০:১২-১৮)
- **ভুল শিক্ষাদানকারীদের মোকাবিলা করা :**
  - প্রেরিতদের ছদ্মবেশে প্রতারক (২ করিন্থীয় ১১:১-১৫)
  - পৌল এবং ভণ্ড শিক্ষকেরা (২ করিন্থীয় ১১:১৬-৩১)
  - আত্ম-পরীক্ষা ও বিজয় (২ করিন্থীয় ১২:১৪-১৩:১০)

আধ্যাত্মিক যুদ্ধ

হামলার অস্ত্রসমূহ

"কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী।" (২ করিন্থীয় ১০:৪)

চিঠিপত্রে কঠোর কথা বললেও, সামনাসামনি পৌলকে ভীরু ও আনাড়ি বলে অভিযুক্ত করা হয়েছিল (২ করিন্থীয় ১০:১০)।

এই যুক্তির জবাবে পৌল স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, চিঠির মতোই সরাসরি সাক্ষাতেও কঠোর হতে তিনি সক্ষম; তবে তিনি কোনোভাবেই 'শারীরিক বা জাগতিক অস্ত্র' (যেমন—কর্তৃত্বপরায়ণতা, শারীরিক শাস্তি বা আত্ম-প্রশংসা) ব্যবহারের মতো নীচ পর্যায়ে নামবেন না, বরং কেবল 'ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিশালী' অস্ত্রই ব্যবহার করবেন (২ করিন্থীয় ১০:২-৪)।

এই "অস্ত্রগুলোর" মধ্যে রয়েছে খ্রিষ্টের মতো নম্রতা ও মৃদুতার সাথে আচরণ করা (মথি ১১:২৯)। তবে এর পাশাপাশি যীশুর মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া (মথি ২১:১২-১৩) কিংবা প্রয়োজনে স্পষ্ট কথা বলাও (মথি ২৩:২৩-২৭) এর অন্তর্ভুক্ত।

পৌল খ্রীষ্টের কাছ থেকেই তাঁর কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন এবং তিনি সর্বদা তা ধ্বংস করার জন্য নয়, বরং গড়ে তোলার জন্যই ব্যবহার করতেন (২ করিন্থীয় ১০:৮)।

সঠিক প্রতিরক্ষা

"কেননা আপনার প্রশংসা যে করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যাহার প্রশংসা করেন, সেই পরীক্ষাসিদ্ধ।" (২ করিন্থীয় ১০:১৮)

গ্রিক দার্শনিকরা তাদের কাছ থেকে শিখতে আগ্রহী ছাত্রদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিতেন। এই ছাত্রদের আকৃষ্ট করার জন্য, তারা নিজেদের জ্ঞান, সামাজিক মর্যাদা, অথবা তাদের পরিচিত ও সম্মানিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কথা জাহির করতেন। করিন্থে অনুপ্রবেশকারী ভণ্ড শিক্ষকরাও এই একই কাজ করত (২ করিন্থীয় ১০:১২; ১১:১৯-২০)।.

কিন্তু পৌল তার জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য চার্জ করেননি, তিনি সুপারিশের চিঠি উপস্থাপন করেননি এবং তিনি নিজের সম্পর্কে গর্ব করেননি। এবং এই জন্য তাকে তুচ্ছ করা হয়েছিল! কিভাবে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে?

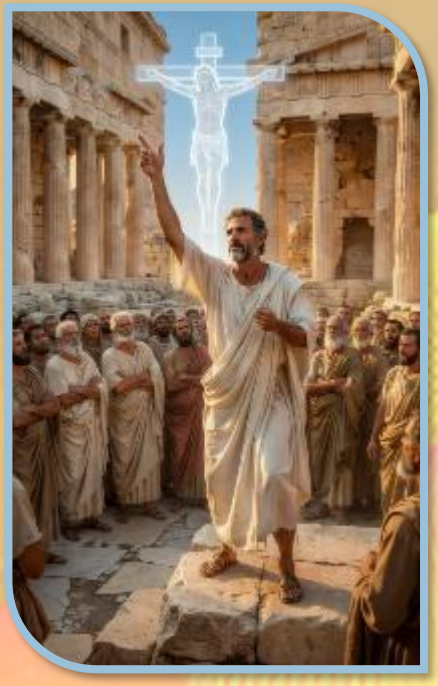

মনে হয়, করিন্থীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য তাদের সামনে তাঁর প্রশংসা হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিজের প্রশংসা নিজে করা তাঁর কাজ ছিল না (হিতোপদেশ ২৭:২)। বরং পৌল ঈশ্বরকেই তাঁর প্রশংসা করার সুযোগ দিয়েছিলেন (২ করিন্থীয় ১০:১৮)।
আমরা যদি কোনো বিষয়ে গর্ব বা আত্মশ্লাঘা করতে পারি, তবে তা হলো ঈশ্বরকে জানা ও তাঁর বাধ্য হওয়া (যিরমিয় ৯:২৪; ২ করিন্থীয় ১০:১৭)।

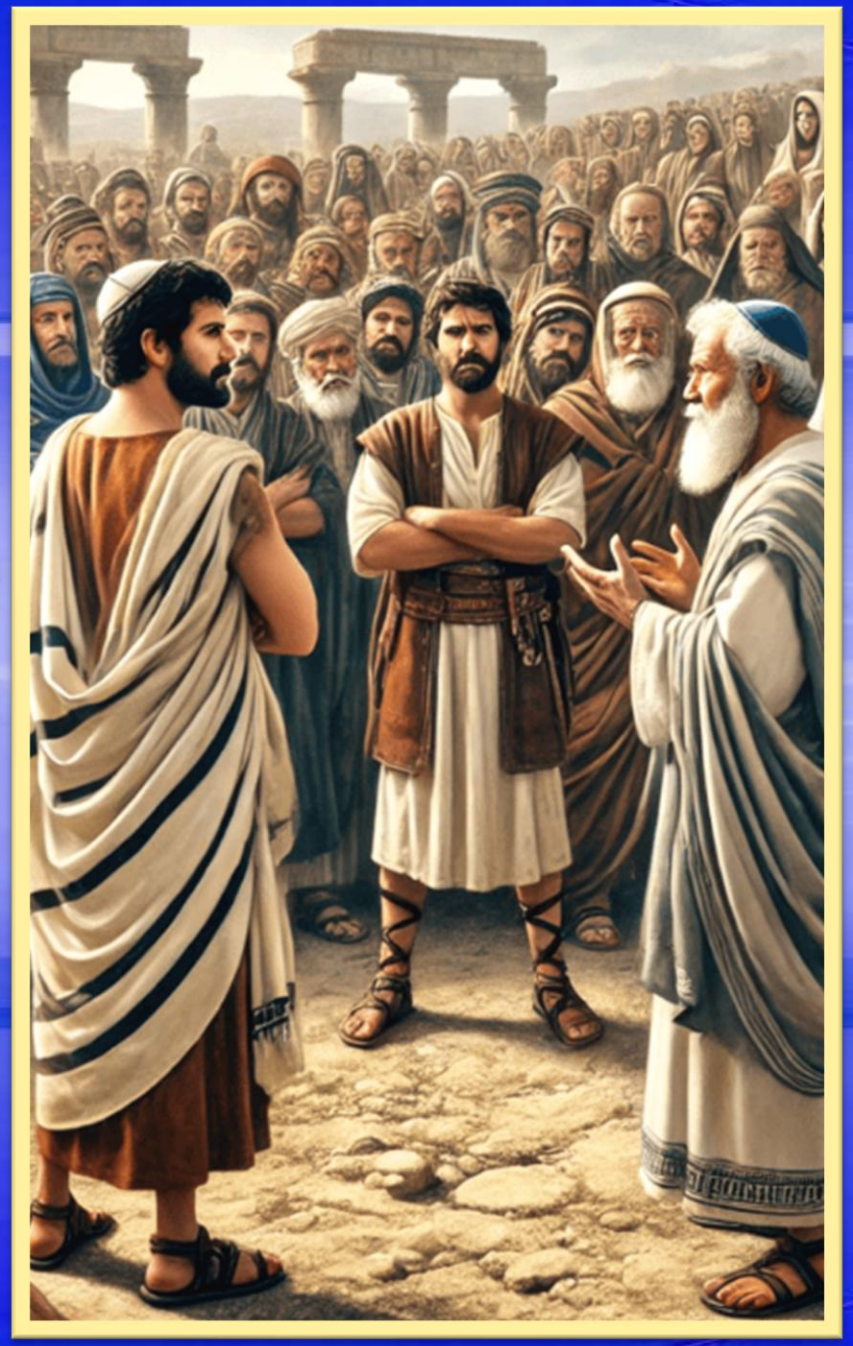

মিথ্যা শিক্ষকদের মুখোমুখি হওয়া

প্রেরিতদের ছদ্মবেশধারী প্রতারকগণ

"কেননা এইরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক কর্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে।"
(২ করিন্থীয় ১১:১৩)

পৌল খ্রীষ্টের কাছে একটি বিশুদ্ধ মণ্ডলীকে উপস্থিত করতে আকাঙ্ক্ষা করেন (২ করিন্থীয় ১১:২)। কিন্তু মণ্ডলীটি হবা-র মতো প্রতারিত হওয়ার এবং যীশুর কনে হিসেবে তার অবস্থান হারানোর ঝুঁকির মুখে ছিল (২ করিন্থীয় ১১:৩)।

প্রকৃত বিপদটা কী ছিল? যীশুর "মহান প্রেরিত" হিসেবে নিজেদের জাহিরকারী কিছু লোক করিন্থে এসে "অন্য এক যীশু", "ভিন্ন এক আত্মা" ও "ভিন্ন এক সুসমাচার"-এর শিক্ষা দিচ্ছিল (২ করিন্থীয় ১১:৪-৫; গালাতীয় ১:৮)।

কেউ যীশুর বিষয়ে প্রচার করলেই যে তিনি বাইবেলে প্রকাশিত প্রকৃত যীশুকে আমাদের সামনে তুলে ধরছেন, তা কিন্তু নয়। তাঁদের কথা হয়তো চমৎকার হতে পারে; কিন্তু স্বয়ং শয়তানও চমৎকার কথা বলতে এবং নিজেকে 'দীপ্তিময় দূতের' (২ করিন্থীয় ১১:১৪) বেশে উপস্থাপন করতে জানে।

সত্য শিক্ষকরা তাঁদের কাজ ও কথার মাধ্যমে "খ্রীষ্টের সত্য" শিক্ষা দেন (২ করিন্থীয় ১১:৯-১০)। কিন্তু মিথ্যা শিক্ষকরা, যারা কেবল ধার্মিকতার ভান করে, তারা আসলে প্রেরিতদের ছদ্মবেশধারী প্রতারক সেবক (২ করিন্থীয় ১১:১৩-১৫)।

পৌল এবং মিথ্যা শিক্ষক

"উহারা কি ইব্রীয়? আমিও তাহাই। উহারা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাহাই। উহারা কি অব্রাহামের বংশ? আমিও তাহাই।"
(২ করিন্থীয় ১১:২২)

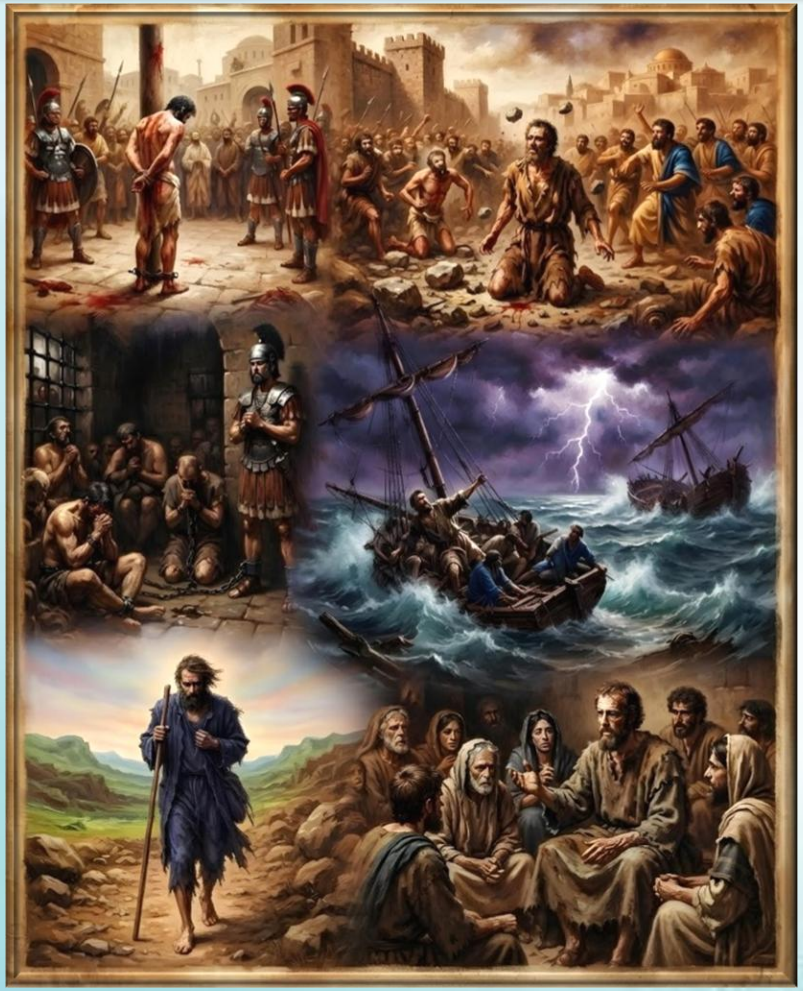

পৌল এবং মিথ্যা শিক্ষকদের মধ্যে কী মিল ছিল? তারা সবাই ছিলেন খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত ইহুদি (২ করিন্থীয় ১১:২২)।

তাদের মধ্যে পার্থক্য কী ছিল? এখানেই পৌলের সেই 'পাগলামি'র শুরু: "তারা কি খ্রীষ্টের সেবক? (এমন কথা বলাটা আমার পাগলামিই বটে।) আমি তাদের চেয়েও বেশি" (২ করিন্থীয় ১১:২৩)। অন্যরা যদি খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট ভোগ করার বিষয়ে গর্ব করে থাকেন, তবে পৌল ছিলেন আরও অনেক বেশি যোগ্যতার অধিকারী: তিনি চাবুকের আঘাত সয়েছেন, কারাবরণ করেছেন, মৃত্যুর হুমকির মুখে পড়েছেন, পাথর-বৃষ্টির শিকার হয়েছেন, সমুদ্রযাত্রায় জাহাজডুবির কবলে পড়েছেন; নানা ধরণের বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও বস্ত্রহীনতার কষ্ট ভোগ করেছেন এবং সর্বদা মণ্ডলীগুলোর জন্য দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে থেকেছেন (২ করিন্থীয় ১১:২৩খ-২৯)।

আর এখানেই পৌলের সেই 'পাগলামি'-র সমাপ্তি। খ্রিষ্টের জন্য তিনি যা কিছু করেছিলেন, তা নিয়ে বড়াই করার কোনো ধারণা তিনি দিতে চাননি। তাঁর প্রকৃত গর্ব (বা গৌরব) ছিল সেটাই—যা খ্রিষ্ট তাঁর জন্য করেছিলেন।

তাঁর প্রকৃত শক্তি নিহিত ছিল তাঁর দুর্বলতার মধ্যেই, যা তাঁকে যীশুর ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে পরিচালিত করেছিল (২ করিন্থীয় ১১:৩০-৩১; ১২:৬-১০)।

আত্ম-পর্যালোচনা ও বিজয়

"তোমরা বিশ্বাসে আছ কিনা তা দেখার জন্য নিজেদের পরীক্ষা কর; নিজেকে পরীক্ষা করুন। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে খ্রীষ্ট যীশু আপনার মধ্যে আছেন - যদি না, অবশ্যই, আপনি পরীক্ষায় ব্যর্থ হন? (২ করিন্থীয় ১৩:৫)

পৌল করিন্থে যাবেন—সেই সময় ঘনিয়ে আসছিল। সেখানে তিনি কী দেখতে পাবেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁর কী করা উচিত? (২ করিন্থীয় ১৩:১-২)

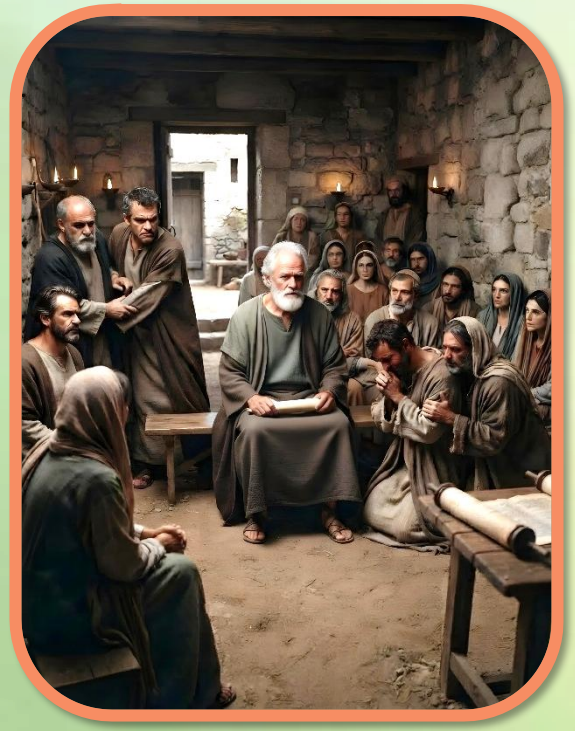

পৌল জোরপূর্বক ধর্মীয় শৃঙ্খলা অনুশীলন করতে প্রস্তুত ছিলেন: অনুতপ্তকে পুনরুদ্ধার করতে এবং অনড়দের শাস্তি দিতে।

তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, সেখানে পৌঁছালে তিনি হয়তো তাঁদের কলহ ও নানাবিধ পাপের মধ্যে দেখতে পাবেন। অনুশোচনাহীন পাপীদের জন্য তাঁকে হয়তো কাঁদতে হবে—এই আশঙ্কাই তিনি করছিলেন (২ করিন্থীয় ১২:২০-২১)।

তাই, সেই সময় আসার আগেই করিন্থীয়দের উচিত নিজেদের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা (২ করিন্থীয় ১৩:৫)।

পৌল তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যেন তারা মন্দ কাজ করা বন্ধ করে ভালো কাজ করে এবং সিদ্ধতা লাভ করে (২ করিন্থীয় ১৩:৭-৯)।

"ঈশ্বরের লোকেদেরকে মিথ্যা শিক্ষকদের প্রভাব এবং অন্ধকারের আত্মাদের প্রতারণামূলক শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সুরক্ষা হিসাবে শাস্ত্রের দিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শয়তান মানুষকে বাইবেলের জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত রাখার জন্য সমস্ত সম্ভাব্য যন্ত্র ব্যবহার করে; কারণ এর সরল উচ্চারণগুলি তার প্রতারণা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের কাজের প্রতিটি পুনরুজ্জীবনে, মন্দের রাজপুত্র এখন তার কর্মকাণ্ডের জন্য আরও উত্তেজনাপূর্ণ। খ্রীষ্ট এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রচেষ্টা [...] নকলটি সত্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে যে তাদের মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হবে তাদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিটি বিবৃতি এবং প্রতিটি অলৌকিকতা পরীক্ষা করা উচিত।

EGW (The Great Controversy, p. 593)